ব্রি ধান৬৩

ধান চাষ সমৃদ্ধি আনে

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৬৩ বোরো মৌসুমের একটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটি রাইস। এর কৌলিক সারি BR৭৩৫৮-৩০-৩-১। উক্ত কৌলিক সারিটি ইরানিয়ান জাত Amol-৩ এবং BRRI dhan২৮ নামক উচ্চ ফলনশীল মেগা জাতের সাথে সংকরায়ন করে পরবর্তীতে বংশানুক্রম সিলেকশান (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত। কৌলিক সারিটি ব্রি সদর দপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় ২০১৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বোরো মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

ব্রি ধান৬৩

জাতের বৈশিষ্ট্য

- এ জাতটির চাল সরু এবং গুনাগুন বালাম চালের মত বলে জাতটি সরু বালাম নামে পরিচিত।
- জাতটি অধিক ফলনশীল।
- এ জাতের পাকা ধানের রং সোনালী
- চালের আকার আকৃতি পাকিস্থানি বাসমতির মত লম্বা ও চিকন।
- চালে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৫.০%।
- চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.২%।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২২.১ গ্রাম।
- এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া ও লম্বা তাই এ ধান দেখতে খুব আকর্ষনীয় হয়।

জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য একটি উত্তম জাত, যা বিদেশে রপ্তানিযোগ্য। এ ধানটি ব্রি ধান৫০ এর চেয়ে ৫-৭ দিন আগাম। ব্রি ধান৬৩ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শীষ থেকে ধান ঝরে পড়ে না। ব্রি ধান৬৩ চালের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো রান্নার পর ভাত লম্বায় বাড়ে। এ ধানটি ব্রি ধান২৮ এর মত একই পরিচর্যায় করা যাবে। এই ধান চাষ করে কৃষক অধিক লাভবান হবে।

জীবনকাল: এ জাতের গড় জীবনকাল ১৪৮-১৫০ দিন।

ফলন: ব্রি ধান৬৩ উপযুক্ত পরিচর্যায় হেক্টরে ৬.৫-৭.০ টন ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো ধানের জাতের মতই।

১. বীজ তলায় বীজ বপন ঃ ০১ অগ্রাহায়ন থেকে ০১ পৌষ (১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর)।

২. চারার বয়স ঃ ৩৫-৪০ দিন।

৩. চারার সংখ্যা ঃ প্রতি গুছিতে ২-৩টি।

৪. রোপণ দুরত্ব ঃ ২০ সেমি X ১৫ সেমি।

৫. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ

	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
৫.১	৩৪.৫	১৩.৫	১৬.০	১৫.০	১.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, এমওপি, জিংক সালফেট ও জিপসাম সার প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপণের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. আগাছা দমন ঃ রোপণের পর অন্তত ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৮. রোগবালাই দমন ঃ ব্রি ধান৬৩ তে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা উচিৎ।

৯. ফসল পাকা ও কাটা ঃ ৩০ চৈত্র থেকে ১১ জ্যৈষ্ঠ (১৩ এপ্রিল থেকে ২৫ মে) ধান কাটার উপযুক্ত সময়। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পেকে গেলে দেরি না করে ধান কেটে নেয়া উচিত।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd